সংবাদ

তারিখ ... 24 SEP 2005
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

গাইবান্ধার সাঘাটা

৬ জঙ্গি শিক্ষক পালিয়েছে ২ জনের বেতন বন্ধ

প্রতিনিধি, গাইবান্ধা

গাইবান্ধার পলাতক ২ জঙ্গি শিক্ষকের বেতনভাতা বন্ধ করা হয়েছে, পালিয়ে গেছে ৩ জঙ্গি শিক্ষক।

সাঘাটা উপজেলার কচুয়া ইউনিয়নের উল্লাসোনাতলা বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক শহীদুর রহমান ও জুমারবাড়ী সইস্কুলের সহকারী শিক্ষক এনামুল হক জঙ্গিবিরোধী অভিযানের পরই এলাকা ছেড়েছে। স্কুল কর্তৃপক্ষ তাদের বেতন বন্ধ রেখেছে। অন্যদিকে সাঘাটার ৩ শিক্ষক ছুটি ছাড়াই ১ মাস ধরে কর্মস্থলে অনুপস্থিত রয়েছে। এরা হচ্ছে জুমারবাড়ী সইস্কুলের সহকারী শিক্ষক এনামুল হক, উল্লাসোনাতলা বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক শহীদুর রহমান ও জুগিপাড়া কওমি মাদ্রাসার সুপার নূরুল ইসলাম। এর মধ্যে এনামুলের বাড়ি জুমারবাড়ীর বসন্তেরপাড়া, শহীদুরের বাড়ি কচুয়া ইউনিয়নের উল্লাসোনাতলা ও নূরুল ইসলামের বাড়ি সাঘাটা সদর ইউনিয়নের ধনারুয়া গ্রামে।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, সাঘাটার কামালেরপাড়া ইউনিয়নে ১০০ বছর আগে শিমুলবাড়ী মাদ্রাসা স্থাপিত হয়। ১৯৯৪ সালে কুয়েত ও সৌদি আরবের অর্থায়নে তৌহিদি ট্রাস্ট মাদ্রাসার দোতলা ভবন নির্মাণ করে। এখানে ছাত্র সংখ্যা মাত্র ২১ ও শিক্ষক ৪ জন। ধর্মীয় শিক্ষার আড়ালে এ মাদ্রাসায় দীর্ঘদিন শিক্ষক : (পৃ: ২ ক: ৬)

শিক্ষক : পালিয়েছে

(১২ পৃষ্ঠার পর)

ধরে জামা'আতুল মুজাহিদীনের সদস্যদের নিয়মিত প্রশিক্ষণ ও গোপন সংগঠনিক সভা হতো। মাদ্রাসাটি তৌহিদি ট্রাস্টের প্রধান অফিস হিসেবে ব্যবহৃত হয়। জঙ্গি নেতা ড. আসাদুল্লাহ আল গালিব এ মাদ্রাসায় অর্থ সহায়তা দেন।

শিমুলবাড়ী মাদ্রাসার ভারপ্রাপ্ত সুপার হাফেজ আবদুল হাই জানান, আগে এ মাদ্রাসা ভবনে জঙ্গিদের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়ে থাকতে পারে; কিন্তু এখন নেই। এক সময় আহলে হাদিস সংগঠনের মধ্যে দ্বন্দ্ব দেখা দিলে মাদ্রাসাটির শিক্ষক নূরুল ইসলাম, আবুল হোসেন, জয়নাল আবেদীন চাকরি ছেড়ে অন্য মাদ্রাসায় যোগ দেন। এর মধ্যে নূরুল ইসলাম ২০০৩ সালে পাশের সাঘাটা সদর ইউনিয়নের ঘুগীপাড়ায় একটি কওমি মাদ্রাসা গড়ে তোলেন। তিনি ঘুগীপাড়া ডেএমবির সাধারণ সম্পাদক। নূরুল ইসলাম ২০০১ সালে শায়খ আবদুর রহমানের নির্দেশে সাঘাটায় জঙ্গি কার্যক্রম শুরু করেন। তার মাদ্রাসায় ছাত্র সংখ্যা ১৫ জন। তারা সবাই আবাসিক ছাত্র হিসেবে লেখাপড়া করছে। এখানে দরিদ্র এসব ছাত্রকে জঙ্গি প্রশিক্ষণ দেয়া হতো। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ওই মাদ্রাসার এক ছাত্র জানায়, মাঝে মাঝে অপরিচিত কিছু হুজুর মাদ্রাসায় এসে বয়ান দিত। ইসলামের জন্য জীবন দেয়ার উপদেশ দিত। রাতে নূরুল হুজুরের সঙ্গে কি বৈঠক করত তা আমাদের জানতে দিত না। ১৭ আগস্টের বোমা হামলার পর থেকে জুগিপাড়া মাদ্রাসার সুপার নূরুল ইসলাম পলাতক রয়েছে। আবাসিক ছাত্ররাও বাড়িতে ফিরে গেছে।

সাঘাটা থানার ওসি রাহিদুল ইসলাম জানান, তালিকাভুক্ত জঙ্গিরা বোমা হামলা ঘটনার পর থেকেই এলাকা ছেড়ে পালিয়েছে। অনেকে দাড়ি-গোঁফ কেটে আত্মগোপন করেছে। তিনি বলেন, জঙ্গি গ্রেফতারে পুলিশের রেড এলার্ট জারি করা হয়েছে। সাঘাটা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. সালাহউদ্দিন জানান, কোন মাদ্রাসা শিক্ষকের ছুটির আবেদন পাইনি। তবে শিক্ষক এনামুল হকের কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকার কথা স্বীকার করে তিনি বলেন, বিষয়ে কড়াকড়ি আরোপ করা হয়েছে।